সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা ❑ পৌষ ১৪২৭, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষকের সাথে কৃষি সচিব এর ২

ঝালকাঠির নলছিটিতে কৃষিমেলার.... ৩

কৃষিকে নিরাপদ লাভজনক ... ৪

বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে ৫

সাতকানিয়ায় শুরু হয়েছে ৬

প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করতে হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের নিকট পৌঁছে দিতে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ। দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ইতোমধ্যে ফসলের অনেকগুলো উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংযোগ বাড়াতে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোও অনেক নতুন প্রযুক্তি ও জাত নিয়ে এসেছে। এসব প্রযুক্তি ও জাত কৃষকের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। সেজন্য যা যা করা দরকার তা চিহ্নিতকরণ, এর সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থাকে সময়াবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ বুধবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে 'গবেষণা সম্প্রসারণ সংযোগ এবং নীতি উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বিএআরসি 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি-২) ফেইজ টুর আওতায় এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত কৃষিসচিব

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, ধানের চাষ করতে নিয়ে সরিষা, কলাই প্রভৃতি চাষে কৃষকের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। অথচ, বছরে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। যার পিছনে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ধানের উৎপাদন না কমিয়ে যদি আরেকটা বাড়তি ফসল সেটি সরিষা, আলু, কলাই করা যায়, তাহলে দেশের কৃষি বিরাট উপকৃত হবে এবং কৃষক লাভবান হবে। আমনে বিনা-১৬ জাতের ধান চাষ করলে বোরো ধান চাষের আগে আরেকটি ফসল করা সম্ভব। বিশেষ করে বিনা উদ্ভাবিত সরিষা। এতে একদিকে ধানের ফলন কমবে না,

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে গোপালগঞ্জে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পূর্তকাজ উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

গোপালগঞ্জে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পূর্তকাজ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ রোববার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (বারি) আওতায় এ গবেষণা কেন্দ্রটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসডিজি বাস্তবায়ন করব

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন করব। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি খুবই দৃঢ়। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায় আমরা ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের কাতারে যাবো।

১৩ জানুয়ারি ২০২১ রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

কৃষকের সাথে কৃষি সচিব এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শেরপুর এর আয়োজনে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার বলেশ্বরদী গ্রামে ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ বোরো ধান চাষে স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সম্পৃক্তকরণ, কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা ও কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতীত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আর কোন রাষ্ট্র নায়কের পক্ষে যাহা সম্ভব হয়নি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে কৃষিকে আরো বেগবান করতে সরকার কৃষি প্রণোদনার পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো: আসাদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিএডিসি, জনাব শাহ মো: বোরহান উদ্দিন, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ নকলা মতবিনিময়ে বক্তব্য রাখেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ পরেশ চন্দ্র দাসের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: আব্দুল মাজেদ অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, আনারকলি মাহবুবা, জেলা প্রশাসক শেরপুর। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ড. মোহিত কুমার দে, উপপরিচালক, ডিএই, শেরপুর। অনুষ্ঠানে জেলার প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, কৃষক-কৃষানি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, সংবাদকর্মী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ সবজি উৎপাদনের আওতায় এ বছর ৫০০

চতুর্থ পাতার পর

উপপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ সাজ্জাদ হোসেন, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ মুজিবুল হক, জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী পরিচালক কাজী মাজেদ নওয়াজ, কমোডিটি ম্যানেজার কৃষিবিদ ড. নাজমুন নাহার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তারা জানান, ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ডিএই যশোরের কারিগরী সহযোগীতায় জেলার মনিরামপুর ও সদর উপজেলা হতে জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালীসহ অন্যান্য দেশে মোট ৫৩৩ মে.টন বিভিন্ন প্রকার সবজি রপ্তানী হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৪৮ টাকা। মহামারী কোভিড ১৯ এ লকডাউনের কারনে রপ্তানীতে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখন তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। উদ্যোক্তার আরও জানান, এ বছর শুধু বাঁধাকপিই ৫০০ মে.টন রপ্তানীর লক্ষমাত্রা নেয়া হয়েছে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

শীতে বোরো বীজতলা বাঁচাতে ব্যস্ত রংপুরের কৃষকেরা

ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীতে বীজতলার চারা বাঁচাতে মরিয়া রংপুরের কৃষকেরা। তারা আমন ধান কাটাই-মাড়াই শেষে এখন বোরো বীজতলা তৈরি ও চারা পরিচর্যায় ব্যস্ত। তবে আশঙ্কার কিছু নেই বলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায়। বর্তমানে মাঠে দেখা যায়, বিকেলের পর কুয়াশা পড়া শুরু হয়। আর রাতে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। সকাল থেকে শুরু করে সূর্যের দেখা পাওয়া পর্যন্ত বোরো বীজতলায় কৃষককে পরিচর্যা করতে দেখা যায়। কৃষকেরা বোরো বীজতলা বাঁচাতে চারা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছে, আবার কেউ চারার ওপর জমে থাকা শিশির বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ভোর বেলায় ফেলে দিচ্ছেন যাতে চারাগুলো ভালো থাকে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের থেকে চলতি বোরো মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১০৩ হেক্টর জমি আর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ২০২ মে.টন। রংপুর জেলার প্রতিটি উপজেলায় বোরো বীজতলা পরিদর্শন ও কৃষি বিভাগের পাশাপাশি কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর মাঠে ঘুরে কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত বীজতলার চারাগুলো ভালো আছে।

মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর

রাঙ্গামাটিতে কৃষি আবহাওয়া তথ্যসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আয়োজনে এবং কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় ডিএই রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ের সভা কক্ষে গত ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃষিবিদ মো: ইমতিয়াজ আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, নানিয়ারচর এবং মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, লংগদু। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি আওহাওয়া বিষয়ক ডিসপ্লে বোর্ড, অটোমেটিক রেইন গজ, উপজেলা পর্যায়ে কিয়স্ক এবং অঞ্চল পর্যায়ে কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের ফলে এ দেশের কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

আমতলীতে কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের

তৃতীয় পাতার পর

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের স্টেশন ম্যানেজার মো. ইছা ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার অঞ্জন কুমার বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অফিসার (শস্য উৎপাদন) মোহাম্মদ মারুফ, তথ্য অফিসার (কৃষি) মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার সি. এম. রেজাউল করিম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার অভিজিত কুমার মোদক, মৎস্য অফিসার হালিমা সর্দার, আমতলী সরকারি কলেজের প্রভাষক নজরুল ইসলাম তালুকদার, নজরুল স্মৃতি সংসদের নির্বাহী পরিচালক শাহাবুদ্দিন পান্না, আমতলী প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. রেজাউল করিম।

সেমিনারে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কৃষি রেডিও'র উপস্থাপক মো. সাইদুর রহমানকে শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ঝালকাঠির নলছিটিতে কৃষিমেলার উদ্বোধন

মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন জনাব মো. সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য বিশেষ অতিথি

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত তিনদিনের কৃষি প্রযুক্তি মেলা ৯ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ৭ জানুয়ারি ২০২১ মুঠোফোনে মেলা উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ীকমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু এমপি। তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে এ দেশে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। এখন হচ্ছে ১৭ কোটি প্রায়। তখন খাবারের অভাব থাকলেও আজ আমরা খাদ্যে স্বংয়সম্পূর্ণ। এ অর্জন কৃষক এবং কৃষি বিভাগের। বর্তমান সরকারের দেওয়া কৃষি প্রণোদন এবং অন্যান্য সহযোগিতার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান এবং উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মোর্শেদা লস্কর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার ইসরাত জাহান মিলি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আলী আহম্মদ, জেলা পরিষদের সদস্য বীর

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আমতলীতে কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে কৃষি রেডিও'র শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন প্রধান অতিথি জনাব অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি রেডিও আয়োজিত কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার ৯ জানুয়ারি ২০২১ বরগুনার আমতলীতে অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রকল্পের কাজ সময়মতো করা ও দ্রুত এগিয়ে

শেষের পাতার পর

দেশে যেভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে ভবিষ্যতে কৃষি জমি আরো কমে যাবে। কম জমিতে উৎপাদন বাড়িয়ে আরো বেশি সফলতা আনতে হবে। কৃষি তথ্যগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে কৃষকের মাঝে পৌঁছানো গেলে কৃষিতে আমূল পরিবর্তন আসবে।

কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার বিষয় উল্লেখ করে কৃষি সচিব বলেন, এ বিষয়ে সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পলিসিগত সাপোর্ট দিয়ে বাজার স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। এ ছাড়াও আমরা কৃষকদের আরেকটি সাপোর্ট দিচ্ছি কৃষি প্রণোদনা। এ প্রণোদনাগুলো দ্রুত ও সময়মতো দিতে হবে। প্রযুক্তির সুবিধাগুলো সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এতে করে উৎপাদন খরচ কমে আসবে। তাহলে কৃষকরা কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করে লাভবান হবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুলের সদস্য ড. মো. হামিদুর রহমান, বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান খান ও নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মহাম্মদ মাইদুর রহমান।

কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, কৃষক প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সিরাজগঞ্জে রায়গঞ্জ উপজেলায় সমলয়ে চাষাবাদ

সপ্তম পাতার পর

ড. ফারুক আহমেদ। তিনি "সমলয়ে চাষাবাদ" এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বিলেন, করোনা দুর্যোগ ও শ্রমিক সংকটের কারণে রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক বান্ধব সরকার কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড জাতের বোরো ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সমলয়ে ভিত্তিতে চাষাবাদে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। মানুষ বাড়লেও বাড়ছে না জমি, তাই স্বল্প জমিতে অধিক ধান উৎপাদন করে খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে এক সাথে প্রদর্শনী ব্লকের কৃষকদের যেমন সময় সাশ্রয় হবে অন্যদিকে কৃষকের উৎপাদন খরচও কম হয় এবং কৃষকরা লাভবান হবে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের জন্য কৃষকগণ চাষাবাদে অনুপ্রাণিত হচ্ছে, বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবু হানিফ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা শহীদ নুর আকবর, পাবনাস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রাজিবুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. শহিদুল ইসলাম, রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: ইমরুল হোসেন তালুকদার, চেয়ারম্যান ও সাংগঠনিক সম্পাদক জেলা আওয়ামীলীগ মো. আব্দুল হান্নান খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ প্রায় শতাধিক কৃষক-কৃষানি ।

আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা

পুষ্টি কর্নার : কুল/বরই

কুলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি' ও খনিজ লবণ থাকে। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে জলীয় অংশ ৭৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ১০৪ কিলোক্যালরি, আমিষ ২.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ২৩.৮ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৫১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

কৃষিকে নিরাপদ লাভজনক এবং বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে– মহাপরিচালক, ডিএই

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রাজশাহীর পোস্টাল একাডেমির হলরুমে, ২২ ডিসেম্বর ২০২০ রাজশাহী এবং বগুড়া জেলার কৃষি অঞ্চলের বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে "লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা ২০২০-২১ এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি লেবুজাতীয় ফসলের গুরুত্ব ও চাষের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বৈশ্বিক করোনা কালীন পরিস্থিতিতে সকলের পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য নিয়মিত ভিটামিন-সি-এর উৎস হিসেবে লেবুজাতীয় খাবার খাওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

এরপর তিনি রাজশাহীর পবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের কালমুড় গ্রামে "পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের" আওতায় আইপিএম (IPM) মডেল ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন এবং এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। যেখানে প্রায় ৫০০ কৃষক হলুদ আঠালো ফাঁদ, ফেরোমোন ফাঁদ, উদ্ভিজ্জ বালাইনাশকের মতো পোকা মারার উপকরণ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করছে।

এরপর তিনি কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার উপসহাকরী কৃষি কর্মকর্তাদের তিনদিনের প্রশিক্ষণে উপস্থিত হন। যেখানে তিনি কৃষিতে আগাম আবহাওয়ার তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়া উপসহাকরী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণকৃত ট্যাব (TAB) এর সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার নির্দেশ

পঞ্চম পাতার পর

'কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ 'প্রকল্প এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত চাল রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন চালের দাম কেন বাড়ছে তার কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। এ বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিখাতের উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় এ বছর কৃষিখাতে রেকর্ড পরিমাণ প্রণোদনা দিয়েছে। যার ফলে করোনার সময়েও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ' সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, প্রকল্প পরিচালক খাইরুল আলম প্রিন্স প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ঝালকাঠির নলছিটিতে কৃষিমেলার উদ্বোধন

তৃতীয় পাতার পর

মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মজিবুর রহমান, কূলকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আকতারুজ্জামান বাচ্চু, নাচনমহল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম সেলিম, প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের প্রভাষক মো. আমির হোসেন, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি ফিরোজ আলম খান, প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আবু জাফর ইলিয়াস, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, সুবিদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান শিকদার অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এ মেলায় ১১টি স্টল স্থাপন করা হয়। এসব স্টলে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি এবং বাহারি ফল-সবজি স্থান পায়। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

নিরাপদ সবজি উৎপাদনের আওতায় এ বছর ৫০০ মে. টন বাঁধাকপি বিদেশে রপ্তানী হবে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগীতায় সাসটেইনেবল এগ্রিকালচারাল, ফুড সিকিউরিটি এন্ড লিংকেজ (সফল-২) প্রকল্পের আওতায় ৫ জানুয়ারি যশোরের শাহাবাজপুরে নিরাপদ ও বালাইমুক্ত বাঁধাকপি রপ্তানী-২০২১ উদ্বোধন করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামছুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, কৃষি বান্ধব বর্তমান সরকারের সুষ্ঠ কৃষি নীতির ফলে আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা সুস্থ জাতি গঠনে পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছি। সারা বিশ্বে নিরাপদ সবজির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সজি উৎপাদনে জৈব কৃষি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত শাকসবজি চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

সবজি রপ্তানীতে গ্রেডিং, সটিং প্রসেসিং এবং প্যাকেজিং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মাঠ থেকে সবজি সংগ্রহ করে প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে পারলে নিরাপদ সবজি রপ্তানীতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন সম্ভব হবে।

এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার নির্দেশ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বোরো ধান, তেল, ডালসহ মসলাজাতীয় ফসল এবং অপ্রচলিত ফসলের উৎপাদন বাড়াতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, ফসলের আবাদের এলাকা বাড়ানোর সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে এই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। শুধু গতানুগতিক কাজের মধ্যে আটকে না থেকে সৃজনশীল হয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। কফি, কাজুবাদাম, ড্রাগনফল প্রভৃতি অপ্রচলিত অর্থকরী ফসলের চাষ ছড়িয়ে দিতে হবে। কোন ফসল কোন কোন জায়গায় ভাল উৎপাদন হয় তা চিহ্নিত করতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ রোববার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসডিজি বাস্তবায়ন করব

প্রথম পাতার পর

(বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে 'কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা এবং ভলিন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ (ভিএনআর) ২০২০ দাখিল পরবর্তী এসডিজি-০২ অর্জনে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুয়েনা আজিজ বলেন, যান্ত্রিকীকরণে বেকারত্ব বাড়বে, ঠিক নয়। বরং যান্ত্রিকীকরণে কোনো ক্ষতি ছাড়াই কৃষক হাওড়ের বোরো ধান ঘরে তুলতে পেরেছেন। কৃষি সেক্টরে অনেক ইনোভেশন আছে। এটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের কৃষি আরো এগিয়ে যাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে হবে। কৃষি নীতিকে সামনে রেখে কৃষি মন্ত্রণালয় অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশের কৃষি কেমন হবে, সে লক্ষ্যে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। উৎপাদন দ্বিগুণ করতে উন্নত প্রযুক্তি দরকার। এজন্য উন্নত কৃষি গবেষণায় জোর দিতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে। উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। কৃষিতে যুবক ও তরুণরা আসলে বাংলাদেশের কৃষির চিত্র পাল্টে যাবে।

বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আবদুর রৌফ। কর্মশালায় ৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্মসচিব (এসডিজি) মো. মনিরুল ইসলাম, এনজিও ব্যুরো মনোনীত আইডিই বাংলাদেশের প্রতিনিধি মো. আফজাল হোসেন ভূঁইয়া, এফএও'র প্রতিনিধি ফারজানা বিনতে ফেরদৌস, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণারয়ের প্রতিনিধি উপসচিব মো. আবদুর রহমান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিব এস এম ইমরুল হাসান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সর্বাত্মক

প্রথম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, গোপালগঞ্জ জেলাটি উন্নয়নের দিক দিয়ে কিছুটা বঞ্চিত। তার কারণ হলো ১৯৭৫ এর পরে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসকরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান হওয়ার কারণে ঐ সময়ে গোপালগঞ্জে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোপালগঞ্জের উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এই কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে গোপালগঞ্জসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির প্রকৃতি ও জলবায়ু অনুযায়ী কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের জাতের উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা কাজ ত্বরান্বিত হবে। এখানে গবেষণা শুরু হলে দক্ষিণাঞ্চল অনেক উপকৃত হবে। বাংলাদেশের একেক জেলার ভূ-প্রকৃতি একেক রকম; সে জন্য এলাকাভিত্তিক গবেষণা হওয়া দরকার; সে লক্ষ্যেই এই গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে।

পরে ধান-চালের দামের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এই বছর কয়েক দফা লাগাতার বন্যা ও ৫ মাসব্যাপী অতি বৃষ্টিতে আউশ ও আমন ধানের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান নষ্ট হয়েছে। তাতে করে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কম উৎপাদন হয়েছে। এ কারণে চালের দাম কিছুটা বেশি। বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে ধানের দাম অনেক বেশি। এই ঘাটতি মেটাতে সরকার ৫-৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানি করবে। কারণ এই ঘাটতি না মেটাতে পারলে মিলার, আড়াতদার ও চাল ব্যবসায়ী যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তারা চালের দাম বাড়ানোর সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে, এই ভরা মৌসুমের সময়ও নানান কারসাজি করে মিলাররা চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চাল আমদানির শুল্ক কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরকেও চাল আমদানির সুযোগ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আমদানি করা চাল বাজারে আসা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ওএমএসের আওতায় চাল বিক্রির কার্যক্রম চলছে।

ভবিষ্যতেও যাতে খাদ্য নিয়ে কোন সমস্যা না হয় সেজন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ বাড়ানো হবে এবং ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধান চাষের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ৭৬ কোটি টাকার হাইব্রিড ধানবীজ বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। আশা করি আগামী মৌসুমে বোরোর বাম্পার ফলন হবে।

এর পরে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ২২%। যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি প্রায় ১৮%। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

সাতকানিয়ায় শুরু হয়েছে স্কোয়াশের আবাদ

কৃষিবিদ আবু কাউসার মোঃ সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

নিজের উৎপাদিত স্কোয়াশ হাতে সাতকানিয়ার কৃষক আবুল ফয়েজ

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার খোর্দ্দ কেওচিয়া গ্রামের কৃষক আবুল ফয়েজ নিজের জমিতে রবি/২০২০ মৌসুমে এ বছর স্কোয়াশের আবাদ করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি উৎপাদিত স্কোয়াশ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেছেন যার বিক্রয়মূল্য কেজি প্রতি গড়ে ত্রিশ টাকা। সাতকানিয়া উপজেলা কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় এ বছর তিনি বিশ শতক জমিতে রোপণ করেছেন ১১৫০ টি স্কোয়াশের চারা। স্কোয়াশ চাষে ব্যবহার করছেন পলি মালচিং। কেন তিনি স্কোয়াশ চাষে আগ্রহী হলেন সে প্রসঙ্গে আবুল ফয়েজ জানান তিনি গত বছর শখের বশে ৫০ টি স্কোয়াশের চারা রোপণ করেছিলেন। শখের ফসল থেকে গেল বছর পাঁচ হাজার টাকা আয় হওয়ায় তিনি বাণিজ্যিকভাবে স্কোয়াশ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং যোগাযোগ করেন স্থানীয় উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ আইয়ুব আলীর সাথে। স্কোয়াশ চাষে তার আগ্রহের কথা জানার পর নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় সাতকানিয়া উপজেলা কৃষি অফিস কৃষক আবুল ফয়েজের জমিতে স্থাপন করে স্কোয়াশ উৎপাদন প্রদর্শনী। সাতকানিয়ায় স্কোয়াশ একটি নতুন ফসল। ফসলটির বাজার চাহিদা সর্ম্পকে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ প্রতাপ রায় জানান, সাতকানিয়া একটি প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এখানের প্রবাসীরা মূলত মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করেন যেখানে স্কোয়াশ একটি অত্যন্ত পরিচিত সবজি। প্রবাসীদের কল্যাণে সবজিটি সাতকানিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষক আবুল ফয়েজও সবজির ভাল দাম পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি জানান, এ বছর বিশ শতক জমিতে স্কোয়াশ চাষ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত তার প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আশা করা যায় এ মৌসুমের উৎপাদিত স্কোয়াশ প্রায় আশি হাজার টাকায় বাজারে বিক্রি হবে।

বগুড়ায় ব্রিধান ৯০ ধান সংরক্ষণের ওপর মাঠ দিবস

শেষের পাতার পর

করতে হবে। বর্তমান সরকার কৃষক যাতে ফসল উৎপাদন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী লাভবান হয় সেজন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষিকে আধুনিকায়ন করার জন্য ব্যাপক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আগামীতেও করা হবে। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চত্বরে মহাপরিচালক একটি কাজু বাদামের চারা রোপণ ও ফিয়াক সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরে তিনি উপস্থিত কৃষক-কৃষানিদের মাঝে অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ওজন মাপার যন্ত্র, সেলাই মেশিন ও ময়েশ্চার মিটার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষাণ-কৃষানিসহ প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, রাজশাহী

প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করতে হবে

প্রথম পাতার পর

জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

কর্মশালায় জানানো হয়, এনএটিপি-২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো: ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে মান ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি ও সর্বোপরি কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

এনএটিপি-১ সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটিকে ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে পুনরায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে, কৃষি মন্ত্রণালয় (লিড এজেন্সি) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এনএটিপি-২ প্রকল্পটির ২য় ফেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে, যা ২০১৫ সালে শুরু হয়েছে ও ২০২১ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পের গবেষণা অংশের আওতায় ১৯০টি 'প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান (সিআরজি) গবেষণা উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয় এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যর্পূণ ৬৯ টি হস্তান্তরযোগ্য ও উন্নত প্রযুক্তি (শস্য-৪৮, প্রাণিসম্পদ-১০, মৎস্য-১১টি) উদ্ভাবিত হয়। ইতোমধ্যে ১১টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে এনএটিপির প্রকল্প পরিচালক মো: মতিউর রহমান, কেজিএফের নির্বাহী পরিচালক ড. জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান, বিএআরসির পরিচালক ড. মো: হারুনুর রশীদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: আক্কাস আলী।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ বুধবার ভার্চুয়ালি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আয়োজিত 'কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবসে' প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। উচ্চফলনশীল 'বিনা-৯' জাতের সরিষার মাঠ প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কৃষিতে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষির উন্নতি না হলে বাংলাদেশের উন্নতি হবে না। সেজন্য কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। স্বল্পসুদে কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান করছে সার। সেচসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমিয়েছে এবং কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করেছে। কৃষকের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য সরকার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অথচ, বিএনপির শাসনামলে কৃষি উপকরণের জন্য কৃষকদেরকে হাহাকার করতে হয়েছিল। সারের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছিল। বিএনপি সারের দাবিতে আন্দোলনরত ১৮ জন কৃষককে হত্যা করেছিল।

বিনার তথ্য মতে, বিনা সরিষা-৯ এর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১.৮ টন। জীবনকাল ৮৭ দিন। যেসব এলাকায় আমন ও বোরোর মাঝের সময়টুকু জমি পতিত থাকে, সেসব এলাকায় আমনে বিনাধান-১৬ বা বিনাধান-১৭ চাষ করে বিনা সরিষা-৯ চাষ করা যাবে। এ জাতের সরিষা তোলার পর বোরো ধান চাষ করা যাবে। ফলে ধানের চাষ ব্যাহত হবে না। এবার ধনবাড়ীতে ৪৬০ বিঘা জমিতে বিনা-৯ সরিষার চাষ হয়েছে প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এর সাথে মৌচাষও করা হয়েছে। ফুল আসার পর মৌবক্স স্থাপন করে আটটি বক্স হতে ১২ কেজি মধু সংগ্রহ করা হয়েছে ।

বিনার ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য মীর ফারুক আহম্মেদের সভাপতিত্বে বিনার মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও ড. মো. শহীদুল ইসলাম, আছিয়া আহসান আলী মহিলা ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম বেলাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি তথ্য সার্ভিসে সুশাসন সংহতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তাদের সুশাসন সংহতকরণ সংক্রান্ত ২ দিনের প্রশিক্ষণ ২১ ডিসেম্বর ২০২০ কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন কোভিড-১৯ সময়ে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থে যেকোন মূল্যে যেকোন ঝুঁকি নিয়ে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়গুলো নিজেদের জানতে হবে এবং কৃষকদের জানাতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) মো. রেজাউল করিম। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রেস রিলিজ, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে কুমিল্লার আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন

কৃষি প্রধান আমাদের এ বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রযুক্তিতি ব্যবহার করে ফসলের আবাদ হয়ে থাকে। তবে কৃষিতে বাংলাদেশের মধ্যে কুমিল্লা অঞ্চলকে প্রতীক্ষিত বলা হয়। সে স্রোতধারায় ১৪ জানুয়ারি ২০২১ মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত কৃষক উদ্বুকরণ ভ্রমণে বগুড়ার ৪০ (চল্লিশ) জন মসলা চাষী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাতে বিভিন্ন মসলা ফসলের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেতৃত্ব প্রদান করেন ড. কে এম খালেকুজ্জামান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া। বারি পেঁয়াজ-৬, বারি শিম-১ ও ৫, বারি বেগুন-১০, বারি সরিষা- ১৭ সহ বিভিন্ন ফসলের ফলন দেখে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হন। এসব ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তারা বারি উদ্ভাবিত ও গবেষণাধীন সবজি, ফল, মসলা, তেলবীজ, কন্দাল ও ডাল ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। ভবিষ্যতে তারা নিজেদের এলাকায় উন্নত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ বিস্তার করবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সিরাজগঞ্জে রায়গঞ্জ উপজেলায় সমলয়ে চাষাবাদ এর শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২০-২০২১ রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় "সমলয়ে চাষাবাদ" এর শুভ উদ্বোধন ১৪ জানুয়ারী ২০২১ চান্দাইকোনার ইউনিয়নের কোদলাদিগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বতি উদ্যোগ

শেষের পাতার পর

এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সময়োপযোগী উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাটের জিনোম আবিষ্কার করেছে। সেই জিনোম ব্যবহার করে আমাদের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল পাটবীজ রবি-১ জাত উদ্ভাবন করেছে; যার ফলন ভারতের পাটজাতের চেয়ে ১০-১৫ ভাগ বেশি। কৃষক পর্যায়ে এটির চাষ বাড়াতে পারলে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন, দেশে পাটবীজ উৎপাদনের মূল সমস্যা হলো অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক হওয়ায় কৃষকেরা চাষ করতে চায় না। পাটবীজে কৃষকদের আগ্রহী করতে ও কৃষকেরা যাতে চাষ করে লাভবান হয় সেজন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশে বছরে কৃষক পর্যায়ে/প্রত্যায়িত বীজের চাহিদা হলো ৫,২১৫ মেট্রিক টন। আর চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি সরবরাহ করে ৭৭৫ মেট্রিক টন (তোষা পাট- ৫১৫ টন; দেশি- ২৬০ টন)। তোষা পাটবীজের প্রায় পুরোটাই ভারত থেকে আনতে হয়। এই বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ৫ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ এই ৫ বছরের মধ্যে দেশে ৪৫০০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তোষা পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৮,৭৮০ হেক্টর জমিতে চাষের প্রয়োজন হবে।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক) বলেন, ভর্তুকি দিয়ে হলেও পাটবীজের উৎপাদন বাড়াতে হবে। অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকলে সবসময় অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। তার সাথে পাটবীজ রপ্তানির উপর সংশ্লিষ্ট দেশের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ভয়ও থাকে।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মো: মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: আবুল কালাম, এনডিসি, সংস্থাপ্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা

❑ পৌষ-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

অন্যের উপর নির্ভরশীল না থেকে পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমরা পাটবীজের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারি না। আমরা পাটবীজের উৎপাদন বাড়াব। পাটের উৎপাদন বাড়াব। পাট চাষকে এদেশের চাষিদের নিকট লাভজনক ফসলে উন্নীত করব। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পাটের অসাধারণ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আবার ফিরেয়ে আনব।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৭ জানুয়ারি ২১ বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রোডম্যাপ বাস্তবায়ন' বিষয়ে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন।

সভায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

প্রকল্পের কাজ সময়মতো করা ও দ্রুত এগিয়ে নিতে প্রকল্প পরিচালকদের সচেষ্ট থাকতে হবে-কৃষি সচিব

সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেছেন, প্রকল্পের কাজ সময়মতো করা ও দ্রুত এগিয়ে নিতে প্রকল্প পরিচালকদের অনেক বেশি সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রকল্পের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি সীমিত রেখে দ্রুততার সাথে কাজগুলো করতে হবে। অযথা প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হলে যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আগানোর কথা, যেভাবে কন্ট্রিবিউট করা কথা এবং কৃষকরা যে সুযাগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা পেতে সময় লাগবে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে 'সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, কৃষির সকল সংস্থাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এতে করে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে। সকলে মিলে আমাদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। *এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩*

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি সচিব

বগুড়ায় ব্রিধান ৯০ ধান সংরক্ষণের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বগুড়া সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বগুড়া সদর উপজেলায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় গত ০৯ জানুয়ারি ২১ রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে ব্রিধান ৯০ ধান সংরক্ষণের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হকের সঞ্চালনায় এবং কৃষি সম্প্রসারণ বগুড়ার উপ-পরিচালক, কৃষিবিদ দুলাল হোসেনের সভাপতিত্বে মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বেনজির আলম, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প এবং জি এম এ গফুর, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া।

প্রধান অতিথি বলেন, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে এজন্য আমাদের ফলন বৃদ্ধি করতে হবে এবং মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম

কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন

ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd